

পুরাতন নিয়ম, নতুন নিয়ম

ভূমিকা: বিশ্রামবার এবং এর আধুনিক ভ্রান্ত ধারণা

আজকের ধর্মীয় জগতের অনেকেই জোর দিয়ে বলেন যে খ্রিস্টানদের অবশ্যই বিশ্রামবার পালন করতে হবে, এবং প্রায়শই এটিকে রবিবারের বিশ্রামের দিন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তবে, শাস্ত্রের গভীরতর পরীক্ষা বাইবেলের বিশ্রামবার পালন এবং আধুনিক অনুশীলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রকাশ করে। বিশ্রামবার স্পষ্টভাবে সপ্তাহের সপ্তম দিন (শনিবার), প্রথম দিন (রবিবার) নয়, যেমনটি আদিপুস্তক ২:২-৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে: □□□□□; সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করলেন; তাই সপ্তম দিনে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন। তখন ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করলেন ও পবিত্র করলেন, কারণ সেই দিনে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। □□□□□; এবং যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১: “বিশ্রামবারকে পবিত্র বলে স্মরণ কর। ছয় দিন তুমি পরিশ্রম করবে ও তোমার সমস্ত কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য বিশ্রামবার... কারণ সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু আছে, তা সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন। অতএব সদাপ্রভু বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ করলেন এবং পবিত্র করলেন।” অধিকন্তু, পুরাতন নিয়মে কেবল সাপ্তাহিক বিশ্রামবারই নয়, বরং লেবীয় পুস্তক ২৫:১-২২-এ বিশ্রামবর্ষ (প্রতি সপ্তম বছর) এবং জয়ন্তী বর্ষ (প্রতি পঞ্চাশতম বছর)-এরও বর্ণনা রয়েছে। পঞ্চাশ বছরের সময়কালে, পুরাতন নিয়মের অধীনে একজন সাধারণ ইহুদি ৫,০০০-এরও বেশি বিশ্রামবার পালন করত—যা একজন আধুনিক “বিশ্রামবার পালনকারী”-র দাবিকৃত আনুমানিক ২,৬০০ দিনের চেয়ে অনেক বেশি।

বাইবেলে বিশ্রামবারের নিয়মকানুন কঠোর ছিল। ঈশ্বরের লোকদের বাড়িতে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৬:২৯: “মনে রেখো, সদাপ্রভু তোমাদের বিশ্রামবার দিয়েছেন; সেইজন্যই তিনি ষষ্ঠ দিনে তোমাদের দুদিনের খাবার দেন। সপ্তম দিনে প্রত্যেকে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে; কেউ বাইরে যাবে না।”), খেলাধুলার জন্য ভ্রমণ, বন্ধুদের সাথে দেখা করা, বা গির্জার উপাসনার মতো আনুষ্ঠানিক সমাবেশে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। রান্না করার অনুমতি ছিল না; সমস্ত খাবার আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখতে হতো (যাত্রাপুস্তক ১৬:২৩-২৯)। সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি আগুন জ্বালানোও (যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩: “বিশ্রামবারে তোমাদের কোনো বাসস্থানে আগুন জ্বালাবে না।”)। এই নিয়ম লঙ্ঘনের গুরুতর পরিণতি ছিল, এমনকি মৃত্যুও (গণনাপুস্তক ১৫:৩২-৩৬: “...সদাপ্রভু মোশিকে আদেশ দিলেন, ‘লোকটিকে মরতেই হবে। সমস্ত সমাজকে শিবিরের বাইরে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।’ তাই সমাজ তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গেল এবং সদাপ্রভুর আদেশ অনুসারে পাথর মেরে হত্যা করল।”)।

আজকে কে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী বিশ্রামবার পালন করে? কার্যত কেউই না, কারণ আধুনিক ব্যাখ্যাগুলো এই আদেশগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। এটি আরও ব্যাপক কিছু পল্ল উত্থাপন করে: পুরাতন নিয়মের প্রথাগুলো, যেমন পশু বলিদান (লেবীয় পুস্তক ১-৭), এখনও কি বাধ্যতামূলক? অন্যান্য পবিত্র দিনগুলোর (যেমন, নিস্তারপর্ব, কুটিরপর্ব) কী হবে? আজকে কি যাজকতন্ত্র বা যাজক-সাধারণ মানুষের ব্যবস্থা আছে? গির্জার ভবনটি কি □□□□□; ঈশ্বরের গৃহ □□□□□;? পুরাতন নিয়ম (মোশির বিধান বা তোরাহ) এবং খ্রীষ্টের নতুন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক কী?

দলগত বাইবেল আলোচনা বা ব্যক্তিগত মননের জন্য উপযুক্ত এই অধ্যয়নটি আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক, ঐতিহ্যবাদী বা অ-খ্রিস্টান পটভূমির ব্যক্তিদের জন্য মূল্যবান। এটি নতুন নিয়মের খ্রিস্টধর্মের অনন্যতাকে তুলে ধরে এবং খ্রিস্টীয় জগতে বিদ্যমান বিভ্রান্তির নিরসন করে, বিশেষ করে এই দাবিটির যে যিশুর অনুসারীদের অবশ্যই তোরাহের আনুষ্ঠানিক ও নাগরিক আইন মেনে চলতে হবে।

মূল সূচনা শ্লোকসমূহ:

- কলসীয় ২:১৬: “অতএব, খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়ে, কিংবা কোনো উৎসব, অমাবস্যা বা বিশ্রামদিনের বিষয়ে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।” (পৌল পুরাতন নিয়মের প্রথাগুলোর উপর ভিত্তি করে করা বিধি-বিধানমূলক বিচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং খ্রীষ্টে প্রাপ্ত স্বাধীনতার উপর জোর দেন।)
- যোহন ৪:২৪: “ঈশ্বর আত্মা, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদের অবশ্যই আত্মা ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।” (যীশু শিক্ষা দেন যে প্রকৃত উপাসনা জাগতিক স্থান ও আচার-অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে, এবং তা অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের উপর আলোকপাত করে।)

- ইফিষীয় ১:১: “ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত পৌল, ইফিষীয় শহরে অবস্থিত ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত সেই সকল পবিত্রগণের প্রতি।” (সকল বিশ্বাসীই “সন্ত” বা পবিত্র ব্যক্তি, যা পবিত্রতাকে সর্বজনীন করে তোলে।)
- ১ তীমথিয় ২:৫: “কারণ ঈশ্বর একজনই, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও একজনই, তিনি হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যীশু।” (কেবলমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছে সরাসরি পৌঁছানোর সুযোগ মানবীয় মধ্যস্থতাকারীদের বিলুপ্ত করে।)
- কলসীয় ২:১৭: “এগুলো আগত বিষয়সমূহের ছায়া মাত্র, কিন্তু মূল বিষয় খ্রীষ্টের।” (পুরাতন নিয়মের প্রথাগুলো খ্রীষ্টের পূর্বভাস ছিল; সেগুলো পূর্ণ হওয়ায় আর বাধ্যতামূলক নয়।)

দুটি চুক্তি: নতুনটির প্রতিস্থাপনকারী প্রকৃতি

বাইবেল পুরাতন নিয়ম (যা সিনাই পর্বতে মোশির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল) এবং নতুন নিয়মের (যা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে) মধ্যে পার্থক্য করে। ইব্রীয় ৯:১৫-১৭: “অতএব তিনি [খ্রীষ্ট] এক নতুন নিয়মের মধ্যস্থ, যেন আহুত লোকেরা প্রতিজ্ঞাত অনন্তকালীন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, যেহেতু এমন এক মৃত্যু ঘটেছে যা তাদেরকে প্রথম নিয়মের অধীনে কৃত পাপসমূহ থেকে মুক্ত করে। কারণ যেখানে কোনো ইচ্ছাপত্র জড়িত থাকে, সেখানে যিনি তা তৈরি করেছেন, তাঁর মৃত্যু অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারণ একটি ইচ্ছাপত্র কেবল মৃত্যুর পরেই কার্যকর হয়, যেহেতু যিনি তা তৈরি করেছেন, তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকে না।” (খ্রীষ্টের মৃত্যু নতুন নিয়মকে কার্যকর করেছে, যা পুরাতন নিয়মকে অপ্রচলিত করে দিয়েছে; পুরাতন নিয়ম অনন্তকালের জন্য মুক্তি দিতে পারত না, কিন্তু নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের বলিদানের মাধ্যমে তা করে।)

ব্যবস্থার নৈতিক মূলভাব—ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসা—বহুদিন ধরে চলে আসছে (গালাতীয় ৫:১৪: “কারণ সমগ্র ব্যবস্থা একটি কথায় পূর্ণ হয়েছে: ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।’”; মথি ২২:৩৭-৪০: “...‘তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। এটাই মহান ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি এর মতোই: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। এই দুটি আজ্ঞার উপরেই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভাববাদিগ্রন্থ নির্ভর করে।”), কিন্তু নির্দিষ্ট আজ্ঞা ও নিয়মকানুনগুলো ক্রুশে পূর্ণ হয়েছিল এবং বাতিল করা হয়েছিল। কলসীয় ২:১৩-১৪: “আর তোমরা, যারা তোমাদের পাপ ও দেহের ত্বকছেদহীনতার কারণে মৃত ছিলে, ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁর সঙ্গে জীবিত করেছেন; তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে থাকা দেনার দলিল ও তার আইনি দাবি বাতিল করে। তিনি তা বাতিল করে ক্রুশে বিদ্ধ করেছেন।” (“ঋণের দলিল” বলতে বিধানের দাবিগুলোকে বোঝায়; খ্রীষ্ট সেগুলো বাতিল করে বিশ্বাসীদেরকে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেছেন।)

খ্রিস্টানরা পুরাতন নিয়মের বিধি-বিধান দ্বারা আবদ্ধ নন (প্রেরিত ১৫:১০-১১: “অতএব, তোমরা কেন শিষ্যদের ঘাড়ে এমন জোয়াল চাপিয়ে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছ, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বা আমরা কেউই বহন করতে পারিনি? কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রভু যীশুর অনুগ্রহে আমরাও পরিত্রাণ পাব, ঠিক যেমন তারাও পাবে।”)। এটি এই দাবিকে খণ্ডন করে যে, যীশুর অনুসারীদের অবশ্যই তোরাহ অনুসরণ করতে হবে। যীশু ব্যবস্থা পূর্ণ করেছেন (মথি ৫:১৭-১৮: “...আমি [ব্যবস্থা বা ভাববাদিগ্রন্থ] বাতিল করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি। কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্বর্গ ও পৃথিবী বিলীন না হওয়া পর্যন্ত, ব্যবস্থার একটি বিন্দুও বা একটি অক্ষরও বিলীন হবে না, যতক্ষণ না সবকিছু সম্পন্ন হয়।”), এর আনুষ্ঠানিক ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে (গালাতীয় ৩:২৩-২৫: “বিশ্বাস আসার আগে আমরা ব্যবস্থার অধীনে বন্দী ছিলাম... কিন্তু এখন যেহেতু বিশ্বাস এসেছে, আমরা আর কোনো অভিভাবকের অধীনে নেই।”)।

নতুন চুক্তিতে দ্বৈত নীতি বিলুপ্ত

পুরাতন নিয়ম পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিল, যা প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা তৈরি করত। যদি কিছু দিন পবিত্র হয়, তবে অন্য দিনগুলো পরোক্ষভাবে অপবিত্র, যার ফলে □□□□□;বিশিষে□□□□□; অনুষ্ঠানে আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হতো। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম শিষ্যদের এক দৈনন্দিন জীবনধারার দাবি করে (লুক ৯:২৩: □□□□□;আর তিনি সকলকে বললেন, ‘যদি কেউ আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, প্রতিদিন নিজের ক্রুশ বহন করে এবং আমার অনুসরণ করে।’□□□□□;; রোমীয় ১২:১: □□□□□;অতএব, হে ভাইয়েরা, আমি ঈশ্বরের করুণার দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে মিনতি করি, তোমরা তোমাদের দেহকে ঈশ্বরের কাছে জীবন্ত বলিদানরূপে, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ কর; এটাই তোমাদের আত্মিক উপাসনা।□□□□□;)। সমস্ত সময়ই পবিত্র, কারণ খ্রীষ্ট জীবনের প্রতিটি দিককে মুক্তি দেন।

দ্বৈত নীতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়: ক. পবিত্র সময় খ. পবিত্র স্থান গ. পবিত্র ব্যক্তি ঘ. পবিত্র বস্তু

নতুন নিয়ম এই ভেদাভেদগুলোকে রূপান্তরিত করে (১ পিতর ১:১৫-১৬: □□□□□;...যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তোমাদের সকল আচরণে পবিত্র হও, কারণ লেখা আছে, ‘তোমরা পবিত্র হবে, কেননা আমি পবিত্র।’□□□□□;)।

পবিত্র সময়: আইনগত পালন থেকে মুক্তি

খ্রীষ্টানরা বিশ্রামবার পালন থেকে মুক্ত (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১, পূর্বোক্ত; কলসীয় ২:১৬, পূর্বোক্ত)। বিশেষ দিনের মাধ্যমে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার প্রচেষ্টা দাসত্বের দিকে পরিচালিত করে (গালাতীয় ৪:৮-১১: □□□□□; পূর্বোক্ত, যখন তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না, তখন তোমরা তাদের দাস ছিলে যারা স্বভাবতই ঈশ্বর নয়... তোমরা কীভাবে আবার জগতের দুর্বল ও মূল্যহীন প্রাথমিক নীতিগুলির দিকে ফিরে যেতে পারো...? তোমরা দিন, মাস, ঋতু এবং বছর পালন করো! আমার ভয় হয়, আমি হয়তো তোমাদের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেছি।□□□□□;)। (পৌল পঞ্জিকাভিত্তিক পালনে ফিরে যাওয়াকে পৌত্তলিক দাসত্বের সাথে তুলনা করেছেন।)

আদিম মণ্ডলী রবিবারে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান স্মরণ করার জন্য একত্রিত হত (প্রেরিত ২০:৭: □□□□□; সপ্তাহের প্রথম দিনে, যখন আমরা রুটি ভাঙতে একত্রিত হয়েছিলাম...□□□□□;; প্রকাশিত বাক্য ১:১০: □□□□□; পূর্বোক্ত দিনে আমি আত্মায় ছিলাম...□□□□□;), (মথি ২৮:১), কিন্তু রবিবার বিশ্রামবার নয়।

তোরাহ পালনের বিরোধিতা: যিশু পুরাতন নিয়ম পূর্ণ করার জন্যই তার অধীনে জীবনযাপন করেছিলেন (গালাতীয় ৪:৪-৫: □□□□□; কনিতু যখন সময়ের পূর্ণতা উপস্থিত হল, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন, যিনি নারীরূপে ও ব্যবস্থার অধীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেন তিনি ব্যবস্থার অধীনে থাকা লোকদের মুক্ত করতে পারেন।□□□□□;)। পুনরুত্থানের পরে, অনুগ্রহই জরী হয় (রোমীয় ৬:১৪: □□□□□; কারণ পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে না, যেহেতু তোমরা ব্যবস্থার অধীনে নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীনে আছ।□□□□□;)। স্বেচ্ছায় কোনো দিন পালন করা অনুমোদিত (রোমীয় ১৪:৫-৬: □□□□□; কেউ কেউ একটি দিনকে অন্য দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, আবার কেউ কেউ সব দিনকে সমান মনে করে... যে দিনটি পালন করে, সে প্রভুর সম্মানেই তা পালন করে।□□□□□;), কিন্তু তা চাপিয়ে দেওয়া পাপ (গালাতীয় ৫:১: □□□□□; কারণ খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীন করেছেন; অতএব দৃঢ় থাকো, এবং আবার দাসত্বের জোয়ালের অধীন হয়ো না।□□□□□;)।

শিক্ষা: সর্বদা শিষ্যত্ব লাভের জন্য সচেতন থাকুন।

পবিত্র স্থান: সর্বত্র উপাসনা

ঈশ্বরকে “পবিত্র” স্থানে আবদ্ধ রাখা যায় না (প্রেরিত ৭:৪৮-৪৯: “তবুও পরমেশ্বর হাতে গড়া গৃহে বাস করেন না, যেমন ভাববাদী বলেন, ‘স্বর্গ আমার সিংহাসন, এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ...’”; যোহন ৪:২৪, উপরে যেমন বলা হয়েছে)। পুরাতন নিয়ম সমাগম-তীব্র/মন্দিরের মাধ্যমে প্রবেশাধিকারকে সীমাবদ্ধ করেছিল (ইব্রীয় ৯:১-৮: * “এখন প্রথম নিয়মেও উপাসনার জন্য নিয়মকানুন এবং একটি পার্থিব পবিত্র স্থান ছিল...”), কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু সেই যবনিকা ছিল করেছিল (মথি ২৭:৫১: “...আর দেখ, মন্দিরের যবনিকা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই ভাগে ছিঁড়ে গেল...”), যা উনুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রতীক (ইফিষীয় ২:১৮: “কারণ তাঁর মাধ্যমে আমরা উভয়ে এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছি।”)।

উপাসনা একটি জীবনশৈলী (রোমীয় ১২:১, যেমন উপরে বলা হয়েছে)। মণ্ডলী (মানুষ) ঈশ্বরের পরিবার (ইফিষীয় ২:১৯: □□□□□; অতএব তোমরা আর পরদেশী ও বিদেশী নও, বরং তোমরা সাধুগণের সঙ্গে সহনাগরিক এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য।□□□□□;), কিন্তু কোনো ভবনই স্বভাবগতভাবে পবিত্র নয়।

তোরাহের বিরোধিতা: মন্দিরটি ছিল একটি ছায়া (ইব্রীয় ৮:৫: □□□□□; ...তারা স্বর্গীয় বিষয়সমূহের একটি প্রতিরূপ ও ছায়ার উপাসনা করে...□□□□□;)। খ্রীষ্টের দেহই হলো প্রকৃত মন্দির (যোহন ২:১৯-২১: □□□□□; ...#39; এই মন্দির ধ্বংস কর, আর তিন দিনের মধ্যে আমি তা পুনরুত্থিত করব।□#39; ...তিনি তাঁর দেহের মন্দিরের বিষয়েই বলছিলেন।□□□□□;)।

শিক্ষা: সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুন।

পবিত্র মানুষ: খ্রীষ্টে সমতা

কোনো অভিজাত □□□□□; সাধু□□□□□; নেই; সকল বিশ্বাসীই সাধু (ইফিষীয় ১:১, যেমন উপরে বলা হয়েছে)। যিশুই একমাত্র মহাযাজক (ইব্রীয় ৭:২০-২৮: □□□□□; ...পূর্ববর্তী যাজকেরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, কারণ মৃত্যু তাদের পদে বহাল থাকতে বাধা দিত, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে তাঁর যাজকপদ ধারণ করেন... কারণ আমাদের এমন একজন মহাযাজক থাকা সত্তিই উপযুক্ত ছিল, যিনি পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক...□□□□□;)। সকল বিশ্বাসী একটি রাজকীয় যাজকগোষ্ঠী গঠন করে (১ পিতর ২:৯: □□□□□; কনিতু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকগোষ্ঠী, পবিত্র জাতি...□□□□□;), যারা আত্মিক বলি উৎসর্গ করে।

একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হলেন খ্রীষ্ট (১ তীমথিয় ২:৫, যেমন উপরে বলা হয়েছে)। সাধুগণ বা মরিয়মের কাছে প্রার্থনা করা এর পরিপন্থী (রোমীয় ৮:৩৪: □□□□□; ...খ্রীষ্ট যীশুই তিনি যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন... যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেছেন।□□□□□;)। যাজক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই (মথি

২৩:৮-৯: □□□□;কিন্তু তোমরা নিজেদের গুরু বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই শিক্ষক আছেন, এবং তোমরা সকলে ভাই। আর পৃথিবীতে কাউকে তোমাদের পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই পিতা আছেন, যিনি স্বর্গে আছেন।(□□□□;)। সকলেই সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং তাদের বিভিন্ন বরদান রয়েছে (ইফিষীয় ৪:১১-১২)।

তোরাহের বিরোধিতা: লেবীয় যাজকত্বের অবসান ঘটেছে (ইব্রীয় ৭:১১-১২: □□□□;...কারণ যখন যাজকত্ব পরিবর্তন আসে, তখন বিধানেও অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবর্তন আসে।□□□□;)। তোরাহ পালন বিলুপ্ত বিভাজনকে স্থায়ী করে।

শিক্ষা: যাজক ব্যবস্থা দ্বৈত নীতিকে উৎসাহিত করে, যা খ্রীষ্টের পরিপন্থী (গালাতীয় ৩:২৮: “যিহুদী বা গ্রীক, দাস বা স্বাধীন, পুরুষ বা নারী বলে কিছু নেই; কেননা তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে এক।”)।

আরে বাবা! বিবিধ পবিত্র জিনিসপত্র

নতুন চুক্তি ভেদাভেদ বিলুপ্ত করে:

- পবিত্র খাদ্য (১ তীমথিয় ৪:৩-৫: □□□□;...যারা বিবাহ নিষিদ্ধ করে এবং সেইসব খাদ্য থেকে বিরত থাকতে বলে যা ঈশ্বর ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন... কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টি সবকিছুই উত্তম...□□□□; ইব্রীয় ১৩:৯: □□□□;নানাবধি ও অদ্ভুত শিক্ষায় বিপথে চালিত হয়ো না, কারণ খাদ্যের দ্বারা নয়, বরং অনুগ্রহের দ্বারা হৃদয় শক্তিশালী হওয়া উত্তম...□□□□; মার্ক ৭:১৯: □□□□;...এইরূপে তিনি সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র বলে ঘোষণা করলেন।□□□□;)।
- পবিত্র বেদিসমূহ (ইব্রীয় ৭:২৭: □□□□;...সহে মহাযাজকদের মতো তাঁর প্রতিদিন বলিদান করার কোনো প্রয়োজন নেই... কারণ তিনি একবারেই এই কাজ সম্পন্ন করেছেন, যখন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।□□□□; ইব্রীয় ১৩:১০: □□□□;আমাদের একটি বেদি আছে, যেখান থেকে তাঁবুর সেবাকারীদের খাওয়ার কোনো অধিকার নেই।□□□□;)।
- মূর্তি/প্রতিমা (যাত্রাপুস্তক ২০:৪: □□□□;...তুমি নিজের জন্য কোনো খোদিত মূর্তি তৈরি করবে না...□□□□; ১ যোহন ৫:২১: □□□□;হে প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা প্রতিমা থেকে নিজেদের দূরে রাখো।□□□□;)।
- পোশাক, পবিত্র জল, ধূপদানি, পদক, পবিত্র নিদর্শন, ভাষা, মন্ত্র, ক্রুশ: এগুলি পুরাতন নিয়মের বিষয়শ্রেণীকে ভুলভাবে বোঝায় (২ করিন্থীয় ৩:৬: □□□□;...যনি আমাদেরকে এক নতুন নিয়মের পরিচালক হওয়ার জন্য যথেষ্ট করেছেন; তা অক্ষরের নয়, কিন্তু আত্মার। কারণ অক্ষর হত্যা করে, কিন্তু আত্মা জীবন দেয়।□□□□;)।

তোরাহের বিরোধিতা: রোমীয় ৭:৬: □□□□;কিন্তু এখন আমরা ব্যবস্থা-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছি; যা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল, তার কাছে আমরা মৃত। ফলে আমরা আত্মার নতুন পথে সেবা করি, এবং লিখিত বিধির পুরাতন পথে নয়।□□□□; ব্যবস্থা-ব্যবস্থাই খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করেছিল (গালাতীয় ৩:১৯-২৫)।

উপসংহার: ছায়া থেকে আলোর পথে

কলসীয় ২:১৭ (যেমন উপরে বলা হয়েছে) শিক্ষা দেয় যে পুরাতন নিয়মের উপাদানগুলো বাস্তব সত্তা খ্রীষ্টের পূর্বরূপ ছিল। পুরাতন নিয়ম এখন অপ্রচলিত (ইব্রীয় ৮:১৩: □□□□;নতুন নিয়মের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমটিকে অপ্রচলিত করে দেন। আর যা অপ্রচলিত ও পুরাতন হয়ে যাচ্ছে, তা বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।□□□□;)। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের একটি বড় অংশ পুরাতন নিয়মের ইহুদিধর্মের প্রতিচ্ছবি, যা আচার-অনুষ্ঠান ও পদমর্যাদাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

তোরাহের দাবি খণ্ডন: ইফিষীয় ২:১৪-১৫: □□□□;কারণ তিনিই আমাদের শান্তি, যিনি আমাদের উভয়কে এক করেছেন এবং তাঁর দেহে শত্রুতার বিভেদকারী প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন, বিধি-বিধানের মাধ্যমে প্রকাশিত আজ্ঞা-ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে...□□□□; যিশু মানুষের তৈরি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন (মার্ক ৭:৬-৮: □□□□;...#39;এই লোকেরা মুখে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে; তারা বৃথাই আমার উপাসনা করে, মানুষের আজ্ঞাগুলোকে মতবাদ হিসেবে শিক্ষা দেয়।#39;...□□□□;)। তোরাহ পালন করা একজনকে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি তৈরি করে (গালাতীয় ৫:৪: □□□□;তোমরা যারা ব্যবস্থার দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হতে চাও, তোমরা খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ; তোমরা অনুগ্রহ থেকে বিচ্যুত হয়েছ।□□□□;)।

অক্ষকার ছেড়ে খ্রীষ্টের আলোর দিকে এগিয়ে যান, যেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা বিরাজ করে (যোহন ৮:৩৬: □□□□;অতএব পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা সত্যই মুক্ত হবে।□□□□;)। এটি পবিত্র আত্মার পরিচালিত জীবনযাপনে শক্তি জোগায়, কোনো আনুষ্ঠানিক পালনে নয়।